সমকাল

তারিখ 16 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

শেবাচিমে চার আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন বিকল ৪ মাস

■ বরিশাল ব্যুরো

চার মাস ধরে বিকল অবস্থায় পড়ে আছে বরিশাল শেরেবাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালের ৪টি আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকলেও এর মেরামতে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। এ দিকে হাসপাতাল থেকে সেবা না পেয়ে রোগীরা ছুটছেন বেসরকারি বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। এতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি হয়রানিরও শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ রোগীদের।

শেবাচিম হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতালের ৩টি আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন দীর্ঘদিন ধরে বিকল থাকার পর ২০১৪ সালে ৯ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি নতুন মেশিন আনা হয়। কিন্তু এক বছরের মাথায় এ মেশিনটিও বিকল হয়ে যায়। এরপর থেকে মহাদুর্ভোগে পড়েন হাসপাতালের প্রায় দেড় হাজার রোগী। বাধ্য হয়ে তারা ছুটছেন বিভিন্ন ডায়গনস্টিক সেন্টারে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা উজিরপুর উপজেলার পরমানন্দ শাহা গ্রামের বাসিন্দা মুজিব তালুকদার জানান, হাসপাতাল থেকে কোনো চিকিৎসাই পাওয়া যায় না। সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাইরে থেকে করাতে হয়। বৃহস্পতিবার তিনি আল্ট্রাসনোগ্রাম করাতে গিয়েছিলেন। গিয়ে শোনেন মেশিন নষ্ট। সেখানকার এক কর্মচারী তাকে একটি কার্ড দিয়ে বলেন, হাসপাতালের সামনের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে আল্ট্রাসনোগ্রাম করাতে।

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. নিজাম উদ্দিন ফারুক জানান, যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিনগুলো স্থাপন করেছিল তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই মেরামতও করানো যাচ্ছে না। এ অবস্থায় তারা মন্ত্রণালয়ে নতুন মেশিন পাওয়ার বিষয়ে আবেদন করেছেন। যে কোনো সময় নতুন মেশিন সরবরাহ করা হবে বলে হাসপাতালের পরিচালক জানান।